সপ্তম অধ্যায়

তবলা ও পাখোয়াজ বাদকের গুণ-দোষ

তবলাবাদনে সফলতা অর্জন করতে হলে একদিকে যেমন কতকগুলি গুণের অধিকারী হতে হবে অন্যদিকে তেমনই দোষগুলি পরিহার করতে হবে। নিম্নে তবলা বাদকের গুণ ও দোষগুলি সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা হল।

তবলা ও পাখোয়াজ বাদকের গুণ

১। হৃদ্য শব্দ ..... যার বোল বা বর্ণগুলি সুস্পষ্ট এবং শ্রুতিমধুর।

২। সুসম্প্রদায ..... যিনি গুরু-পরম্পরায় উচ্চশ্রেণীর বাদক।

৩। ক্রিয়াপর ..... নিয়মিত অভ্যাস করে যিনি হস্তকৌশল উত্তমরূপে আয়ত্ত করেছেন।

৪। সর্বগুণ সমন্বিত ..... যার বাদনপদ্ধতি ত্রুটিহীন।

৫। ধারণাশক্তি ..... যার ধারণাশক্তি প্রখর।

৬। লয়দার ..... যিনি বিশেষরূপে লয়ে পারদর্শী।

৭। উন্মেষশালী ..... যিনি বাদ্যকালে প্রয়োজনমত নতুন সৃষ্টিকার্যে সক্ষম।

৮। জিতশ্রম ..... যিনি অল্পেতেই পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েন না।

৯। তালজ্ঞ ..... তাল সম্বন্ধে যিনি অভিজ্ঞ।

১০। সতর্ক ..... যিনি সতর্কতার সঙ্গে বাদ্য পরিবেশন করেন।

১১। লোককান্ত ..... যার বাদন-শৈলী বা বাদন-কৌশলে জনচিত্ত মুগ্ধ হয়।

১২। পরিমিত ..... যিনি সংগতের সময় প্রয়োজনমত ছোট বা বড় কায়দা, রেলা ইত্যাদির প্রয়োগ করেন।

১৩। শোভন ..... যিনি সঠিকভাবে উপবেশন করেন এবং কোনরূপ বিকৃত অঙ্গভঙ্গী করেন না।

১৪। প্রসন্ন ..... যিনি সদা প্রসন্ন অর্থাৎ কোন অবস্থাতেই বিরক্ত হন না।

১৫। পণ্ডিত ..... ঔপপত্তিক এবং ক্রিয়াত্মক অংশে যার সমান দক্ষতা।

১৬। সর্বসঙ্গত পারদর্শী ..... যিনি গীত, বাদ্য এবং নৃত্যে সমভাবে সঙ্গতে পারদর্শী।

১৭। ত্রিগুণাধিকারী ..... যিনি বিনয়ী, শ্রদ্ধাবান এবং জ্ঞানান্বেষী।

১৮। বাদ্যবিষয় কৌশলী ..... বাদনে সকল বিষয়ে যার দক্ষতা আছে---অর্থাৎ যিনি সকল কৌশল সম্বন্ধে অবহিত।

Page 1 of 2 IND CamScanner App

১৯। নির্মাণ শিল্পজ্ঞ ..... তবলা বাঁয়ার গঠন কার্য সম্বন্ধে যার জ্ঞান আছে।
২০। সুধজ্ঞ ..... যিনি সঠিক সুরে তবলা বাঁধতে পারেন।
২১। বাদ্যোত্তরসঙ্গীতনিপুণ ..... সংগীতের অন্যান্য শাখা সম্বন্ধে যার কিছু জ্ঞান আছে।

তবলা ও পাখোয়াজ বাদকের দোষ

১। কুণ্ঠিত আঙ্গুলী ..... যিনি অঙ্গুলী সহজভাবে প্রয়োগ করেন না।
২। অশোভন ..... যিনি সঠিকভাবে উপবেশন করেন না।
৩। সন্ত্রস্তচিত্ত ..... সন্ত্রস্তচিত্তে সংগত করেন।
৪। বেলয়ী ..... যার লয় অসমান।
৫। নিরস বাদক ..... যার বাদ্য কর্কশ, শ্রুতিমধুর নয়।
৬। হৃদ্যশব্দহীন ..... যার বর্ণ বা বোলগুলি অস্পষ্ট।
৭। অশ্রুতপ্রায়ধ্বনি ..... যার আওয়াজ স্পষ্ট এবং জোরদার নয়।
৮। তাল প্রক্রিয়াহীন ..... যিনি তালাদির প্রক্রিয়াগুলি সম্বন্ধে যথেষ্ট অবহিত নন।
৯। নিমীলিত চক্ষুবাদক ..... যিনি নিমীলিত চক্ষে বাজান।
১০। অনাবিষ্ট বাদক ..... যিনি তালবৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রাখতে পারেন না।
১১। চঞ্চলচিত্ত ..... বাদ্যে যিনি মনোনিবেশ করতে পারেন না।
১২। বেসুর ..... যার সুরজ্ঞান নেই।
১৩। অপরিমিত বোদ্ধা ..... যার পরিমিত-বোধের অভাব।
১৪। অপ্রসন্নচিত্ত বাদক ..... যিনি অপ্রসন্নচিত্তে বাজান।
১৫। স্বেচ্ছাচারী ..... যিনি নিয়ম-কানুন মানেন না।
১৬। সুসম্প্রদায়হীন ..... যিনি উপযুক্ত ব্যক্তির কাছে তালিম নেন নি।
১৭। অকৃতবিদ্য সঙ্গতকার ..... যিনি সংগীতের সব বিভাগে অপারগ।
১৮। কুসঙ্গতি ..... যিনি উত্তম সংগতকার নন।

'সংগীতদর্পণ'-কার সংক্ষেপে বাদকের নিম্নলিখিত গুণ-দোষ নির্দেশ করেছেন, যথা : হস্তকোন, প্রহারজ্ঞ, গীতবাদ্যে সুপণ্ডিত, লয়তাল কলাভিজ্ঞ, সমতাল ইত্যাদি গ্রহণক্ষম, পাটজ্ঞ, ধ্বনিতত্ত্ববিদ, গীতবাদ্য, তত্ত্বানুসন্ধি, দোষচ্ছাদনপুষ্ট, গ্রহলোক্ষস্থানাভিজ্ঞ, গীতনৃত্য প্রমাণবিৎ এবং নাদ, বৃদ্ধি, ক্ষয় প্রভৃতিতে সুপণ্ডিত উত্তম বাদক বলে পরিচিত এবং এই কয়েকটি গুণহীন হলে তাকে অধম বাদক বলা হয়।

IND CamScanner App